অমৃত বাজার পত্রিকা

৪ র্থ ভাগ } ৫ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১২৭৭ সাল ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ খৃঃঅব্দ } ১ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ ফাল্গুণ বৃহস্পতিবার

অমৃত বাজার পত্রিকা ঈশ্বর প্রসাদৎ আর এক বৎসরে পদার্পণ করিল। উহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে সাংঘাতিক বিপদে পড়িয়াছিল, তাহাতে যে আর এত দিন জীবিত থাকিবে সে আশা আমাদের ছিল না, কিন্তু তাহার পর দুই বৎসর প্রাণে প্রাণে অতিবাহিত হইল। উহা অদ্যাপি সজীবাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই বটে, তবে দিনং যে একটুং বলাধান হইতেছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমরা যখন চিন্তা করি যে এ পত্রিকা খানি অদ্যাপি জীবিত আছে তখন প্রকৃত কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা মনে পড়ে, তবে আমাদের, সদাশয় গ্রাহক গণের গুণের কথাও তখন আমরা মনে করিয়া থাকি। অমৃত বাজার যে এই এক বৎসরে লোকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে তাহাও আমরা বুঝিয়াছি, তবে সে আমাদের গুণে কি পাঠকের অনুগ্রহে তাহা আমরা জানি না। যদি গ্রাহক গণ সকলে নিয়মিত রূপ পত্রিকার মূল্য গুলি প্রদান করিতেন, তবে যে মাঝে মাঝে আমরা পাঠকগণকে বিরক্ত করিয়াছি সম্ভবতঃ সেটী হইত না।

লকোন্ড সাহেব যশোহর পরিত্যাগ করিলে তাহার স্থলে রিচাড সাহেব আসিবেন। ইনি পূর্ব্বে যশোহরে কিছু দিন জজিয়েত করিয়া ছিলেন। এখানকার লোকের তাহার উপর ভক্তি আছে।

পেপার সাহেব আবার যশোহরে এডিশনাল জজ হইলেন। তাহার কৃষ্ণনগর উকিল দিগের সঙ্গে বিবাদ হওয়ার নিমিত্ত যবাণ্ড স্বরূপ তিনি এখানে প্রেরিত হইয়া থাকেন, তবে যশোহরের ভারি সৌভাগ্যের কথা। যাহা হউক, আমরা শুনিলাম তিনি এক্ষণে ভারি ভদ্র হইয়াছেন, যশোহরের লোকেরা যেন তাহাকে আবার খারাপ করিয়া না তুলেন।

যশোহরের কলেক্টটরি হেড ক্লার্ক বাবু গিরিশচন্দ্র বসু গোবর ডাঙ্গা বাবুর দিগের সম্পত্তির মেনেজর হইলেন। ইনি আপাতত ছয় মাস পর্য্যন্ত ১৫০ টাকা বেতন ও ৫০ টাকা বারবদারি পাইবেন, ছয় মাস পরে বেতন ২০০ টাকা হইবেক। নাবালগ গণের জ্যেষ্ঠের বয়স ছয় ও কনিষ্ঠের বয়স চারি বৎসর সুতরাং তিনি এই কার্য্যে প্রায় ১৬ বৎসর নিযুক্ত থাকিবেন। আমলা শ্রেণীর মধ্যে গিরীশ বাবুর ন্যায় বুদ্ধিমান, কর্ম্মদক্ষ ও পরিশ্রমী আমলা অতি অল্প আছেন। উঁহার পদোন্নতি হইলে সকলে সন্তুষ্ট হইবেন।

বকচরের বিখ্যাত কালি পোদ্দার, গঙ্গায় মৃতদেহ, লইয়া যাওয়ার ও নবদ্বিপে গমনা গমনের সুবিধার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের হস্তে অনেক গুলি টাকা দেন। এই টাকা গুলি দ্বারা যশোহর হইতে চাকদহ ও কৃষ্ণগঞ্জ পর্য্যন্ত দুই পৃথক রাস্তা ও সাকো নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণও তাহার বিস্তর অর্থ ফণ্ডে জমা আছে। এই টাকা গুলি সাধারণোপকারী কোন কার্য্যে নিয়জিত হয় না কেন? এসম্বন্ধে মলনি সাহেবে ও সিটনকার সাহেবে অনেক লেখা পড়া হয়, সে বাণ্ডুলটি সম্ভবতঃ কলেক্টরিতে আছে। শ্রীযুক্ত কমিশনার সাহেব এ বাণ্ডুলটি দেখিয়া এবিষয়ে কোন সৎ পরামর্শ স্থির করিবেন, আমরা এই রূপ প্রত্যাশা করি। মাঝে থেকে আমরা আর একটি কথা বলিয়া রাখি। যায় কালি পোদ্দার যখন টাকা দেন তখন কথা থাকে যে তাহার অর্থ নির্ম্মিত রাস্তার উপর কোন রূপ কর বসিবেনা। তবে গোপাল নগর ও চৌগাছায় টোল বসিয়াছে কেন?

কমিশনার সাহেব যশোহরে জন সাধারণের নিকট বিশেষ প্রীতি ভাজন হইয়া গিয়াছেন। তিনি সমুদয় আফিস পরিদর্শন করিয়া কোন মতামত প্রকাশ করিয়া যান নাই। তিনি এসম্বন্ধে কথক গুলি বিষয় টুকিয়া লইয়া গিয়াছেন, কলিকাতা হইতে মত প্রকাশ করিবেন। তবে আমরা একটী কথা শুনিলাম। তিনি আমলা দিগের কার্য্য পরিদর্শন করেন নাই, হাকিম দিগের কাজ দেখিয়া গিয়াছেন।

যশোহরের ডাক গাড়ী সম্বন্ধে যশোহর বাসীরা পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের নিকট যে আবেদন করেন, তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা শুনিলাম কণ্ট্রাক্টদারেরা পূর্ব্বাপেক্ষা ৫০ টাকা কম ভাড়া লইতে স্বীকৃত হওয়ায় পোষ্টমাষ্টর জেনারেল ডাকের গাড়ী রাখিতে সম্মত হইয়াছেন।

যশোহরে দ্বীতীয় শ্রেণী উকালতী পরীক্ষায় এবার আঠার জন উপস্থিত হইয়া দশ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যশোহর নাইট স্কুল হইতে এবার যাহারা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহার চারিজন উকালতী পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গত শনিবারে শ্রীযুক্ত গ্রে বাহাদুরের সম্মানার্থে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন গৃহে একটী বৃহৎ সভা হয়। কলিকাতার সকল সম্প্রদায় হইতে তথায় প্রতিনিধি উপস্থিত হন। আজকাল দেশে রাজনৈতিক দলাদলি ক্রমেই বলবৎ হইতেছে, এমত অবস্থায় সর্ব্ববাদী সম্মত হইয়া কোন রাজ পুরুষকে সম্মান করা না তাহার প্রকৃত যোগ্যতার সাক্ষ্য দেওয়া। আমরা ভরসা করি, কলিকাতার ন্যায় প্রতি জেলায় গ্রে সাহেবের সম্মানার্থে একটী সভা হইবে।

গবর্নর জেনারেল আজ্ঞা দিয়াছেন ভারতবর্ষীয় সেক্রেটরিয়েট বিভাগ মাল্লের মের শতকরা দশ টাকা হারে কর্ত্তিত হই[illegible] এবং এই রূপে যে অর্থ সঞ্চিত হইবে তদ্দ্বারা প্রস্তাবিত কৃষি বিভাগের ব্যয় সংকুলন হইবে। এই ব্যয় সংকীর্ণের কর্ত্তনী কাহাদের উপর পড়িবে?

ইংলণ্ডে টাইমস ও ডেলি টেলিগ্রাফ নামক দুখানি দৈনিকের কাহার অধিক গ্রাহক এ বিষয় লইয়া বিবাদ যাইতেছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে প্রকাশ হয় যে, টেলি গ্রাফের গ্রাহকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেকে তাহা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু এক্ষণ অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে উহার গ্রাহক প্রকৃত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রত্যহ ২লক্ষ কাগজ তাহার বিলি হয়।

লব সাহেব ভারি উপযুক্ত লোক, তাঁহার উপর আমাদের বিশেষ ভক্তি আছে। তাঁহার সম্বন্ধে গুটী কয়েক দোষের কথা আমরা শুনি, আমরা তাহাই তাঁহাকে বলি। সে গুলি যদি তাঁহার না থাকে সুখের বিষয়। আমরা এ সম্বন্ধে আর যে সমুদয় পত্র পাইয়াছি তাহা প্রকাশ করিব না।

১১ ফাল্গুন এ অঞ্চলের বাদিয়া দিগের দুই শতের অধিক বিবাহ হইবে। উহারা যখন বিবাহ দেয় তখন একে দিনে সমুদয় বিবাহ হয়। বাদিয়ার বিবাহে মদের শ্রাদ্ধ। বিবাহের উৎসব চারি দিন থাকে এবং এই কয়েক দিন তাহাদের স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সমুদয় অহঃনিশি মদে উন্মত্ত থাকিবে।

গত কল্য রাত্র চারিটার সময় একটী ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। কম্পনটী সেকেণ্ড কয়েক মাত্র ছিল, কিন্তু উহার প্রভাব নিতান্ত কম হইয়াছিল না।

হিন্দু মেলায় এবার ভারি উৎসব হয়। গত বৎসর লোকের তেমন সমাগম হয় না, এবার বিস্তর লোক সমাগম হইয়াছিল। গত শনিবারে মেলা আরম্ভ হইয়া সোমবারে উহার অবসান হয়। এবৎসর পরিদর্শন নিমিত্ত অনেক নূতন নূতন দ্রব্যও নীত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে নূতন প্রণালীর একটী তাঁত উপস্থিত হওয়ায় এবার মেলার বিশেষ ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। এ কলটি বাবু সীতানাথ ঘোষের প্রণীত এবং আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় যে ইহার নিবাস যশোহরে। যদিও এ দেশীয়গণের মধ্যে সীতানাথ বাবু প্রথম নূতন যন্ত্রের সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু [illegible] হাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হয় [illegible] যন্ত্র সর্ব্ব প্রথম বোধ হয় তিনি সৃষ্টি [illegible] ন। মেলা সম্বন্ধে আমাদের রি[illegible] পর্য্যন্ত তাহার লিখিত বিব[illegible] আমরা সম্ভবতঃ আগামী[illegible] রিব।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

সর্প ঔষধ সম্বন্ধে ডাক্তার ফেরার সাহেবের মত পরিবর্ত্তন।

শাস্ত্র ব্যবসায়ীরা সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক বিষয় পরিস্কার রূপে দেখিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কখন২ তাহারা আবার সহজ বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া কাজ করিয়া থাকেন। চোখ কান বুজিয়া যাহারা বিজ্ঞানের চাৎবর্ত্তী হন, সময় ২ তাহাদিগকে নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করিতে দেখা যায়। এই নিমিত্ত হিন্দু নৈয়ায়িকেরা এত ঠাট্টার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, এই নিমিত্ত অষ্ট্রীয়ানরা মহৎ নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ছিল ও এই নিমিত্ত মক্ষে এদেশে উচ্ছিন্ন গেল। শাস্ত্রের আয়ত্তাধীন হওয়া এক কথা, ও শাস্ত্রকে আয়ত্তাধীন করা আর এক কথা। সৎভাবে যাহারা শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, তাহাদের কর্ত্তব্য যে শাস্ত্রের জন্য যেন সহজ বুদ্ধি না হারান। ডাক্তার ফেরার যখন সর্প দংশনের ঔষধ আবিষ্কার করিতে প্রবর্ত্ত হন, তখন বিস্তর মালবৈদ্য দিগের কর্ত্তৃক তিনি পরিবেষ্টিত থাকেন। চিকিৎসা সম্বন্ধে ইহারা যে সকল কথা বলে, তাহাতে তিনি কর্ণ পাত করেন না, সম্ভবতঃ তাহার মতে সে গুলি তত শাস্ত্র সংগত বলিয়া বোধ হইয়া ছিল না। তিনি বিজ্ঞানাকারে একটী সর্প বিষের ঔষধ বাহির করিবার চেষ্টায় থাকিলেন। এই নিমিত্ত শত২ কুক্কুট, বিরাল, কুকুর হত হইল, তাহার নিজেরও মাঝে মাঝে কম বিপদে পড়িতে হইয়া ছিল না। ফেরার সাহেবের যত্ন ও অধ্যাবসায়কে ধন্য, তবে তাহার একটী বিষয় স্মরণ করা উচিত ছিল। সর্প বিষ যেরূপ তীব্র ও দ্রুত বেগে প্রাণ সংহার ক তাহাতে যদি ইহার কোন ঔষধ থাকে, ব তাহা সুলভ ও সহজ প্রযোজ্য হওয়া র্ত্তব্য। ফেরার সাহেব যেরূপ আড়ম্বর করিয়া লইয়া ছিলেন, তাহাতে এরূপ হওয়ার খুব কম সম্ভাবনা ছিল এবং ফলেও তাহাই দাঁড়াইয়াছে। মালবৈদ্যরা যে প্রণালীতে বিহরণ করিয়া থাকে, তাহা অতি সহজ ও বিশে ফলোপধায়ক বলিয়া তিনি অবশেষে স্বীকা করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, াংঘাতিক রূপে সদষ্ট হইলে, মালবৈদ্য দিগের চিকিৎসার তুল্য উৎকৃষ্ট চিকিৎসা ার প্রায় দৃষ্টি গোচর হয় না। কি রূপ রিয়া এই চিকিৎসা করিতে হয়, তাহার এ টী সংক্ষেপ বিবরণ তিনি দিয়াছেন এবং ই চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে লিকার আমোনিয়া কি কোন রূপ মদ্য পান করিতেও তিনি উপদেশ দিয়াছেন। আমরা তাহার লিখিত প্রধনি উপদেশ গুলি নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

দষ্ট স্থানের দুই তিন ইঞ্চ উপরে এক দড়ি দিয়া খুব কসিয়া বান্ধিতে হইবে। তাহার ৪।৫ ইঞ্চ পর আর তিন চারি গাছ দড়ি পর পর বান্ধ। বন্ধন করিয়া এক খানি তীক্ষ্ন ছুরিকা দ্বারা সিকি ইঞ্চ অস্ত্র করিয়া বিষাক্ত রক্ত বাহির করিতে হইবে। ক্ষত স্থানের নিম্নে উত্তপ্ত লোহা কি আগুণ ঠাসিয়া ধরিতে হইবে, কারবলিক কি নাইটিরিক আসিড প্রয়োগ করিলেও হয়। এরূপ কোন স্থানে যদি সর্পে দংশন করে যে সেখানে তাগা বান্ধা যাইতে পারে না, সেই স্থানের কিয়ৎ পরিমাণ চর্ম্ম কাটিয়া ফেলিয়া সেখানে অগ্নি সংযোগ করিতে হইবে। বিষ সম্পূর্ণ "সাহায্য,, না হইলে তাগা বন্ধন খুলিয়া দিবে না। মুখ দিয়া রক্ত চুসিয়া ফেলিয়াও কখন কখন বিষ সাহায্য করা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে চিকিৎসকের বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা। যদি এই সকল সত্ত্বেও রোগী ক্রমশ খারাপ হইতে থাকে, তবে তলপেট ও বুকের উপর শস্যের পুলটীশ দিতে হইবে ও গরম আবদ্ধ ঘরে রোগীকে না রাখিয়া খোলা স্থানে রোগীকে রাখিয়া দিবে। রোগী যেন হাটিয়া না বেড়ায়, সত্তেজকারী ঔষধ ও শরিষার পুলটিশ কি আমোনিয়া দিয়া তাহাকে অনবরত চৈতন্য অবস্থায় রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। রোগী যেন কোন মতে ভয় প্রাপ্ত না হয়।

যাহারা "সর্পাঘাতের চিকিৎসা,, নামক পুস্তক খানা পড়িয়াছেন তাহারা দেখিবেন যে মাল বৈদ্যরা যে চারি প্রকার চিকিৎসা করিয়া থাকে, অর্থাৎ সাতি, পিং, থুবি, বেড়ী, ফিয়ার সাহেব তাহাই সকলকে অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেসনে তাহার উপদেশ গুলি কাগজে লিখিয়া লটকিয়া দেওয়া হয় ও পুলিশ ইনস্পেকটর সর্প দষ্ট ব্যক্তি দিগকে ঐ রূপ চিকিৎসা করেন। ষ্টেসনে যাহাতে উত্তম পাকান দড়ি, লৌহা ও ভাল ছুরি রক্ষিত হয়, গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথা বলি। "মাল বৈদ্য দিগের মতে সর্প ঘাতের চিকিৎসা,, নামক পুস্তক খানা যাহাতে দুর বিস্তৃত হয়, গবর্ণমেণ্ট সে দিকেও একটু দৃষ্টিপাত করিবেন। ফিয়ার সাহেব স্থূল স্থূল যে উপদেশ গুলি দিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকে বিস্তার করিয়া লেখা আছে, আরো অনেক আবশ্যকীয় নুতন বিষয় আছে। অজ্ঞতার দরুন অনেক সময় লোকে সর্প দষ্ট হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, যদি উক্ত পুস্তক খানি সাধারণ্যে প্রচলিত হয়, তবে অন্যুন পক্ষে সেটীও নিবারণ হইতে পারে।

ফেরীকণ্ড।

ফেরিকণ্ড রাস্তা গুলি দেশের পরমোপকারী, অথচ এ গুলির প্রতি গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চিত্ত মনোযোগ করেন না। দেশের অধিক স্থলেই জল পথের সুবিধা নাই, রেলওয়েরও সুবিধা অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে এদেশে এক কালীন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যের দিন দিন উন্নতির প্রধান উপায় দেশের মধ্যে রাস্তার সুবিধা করিয়া দেওয়া। ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া অবধি এ বিষয়ে বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। ইংরাজেরা এক রূপ বণিক জাতি, তাহারা বাণিজ্য অত্যন্ত ভাল বাসেন। এদেশে তাহারা বাণিজ্য করিতে প্রথম আইসেন এবং ক্রমে নানা কারবারে আবদ্ধ হইয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। দেশের মধ্যে রাস্তা প্রস্তুতির প্রধান কারণ এইটী। ফেরিফণ্ড প্রণালীটী মন্দ নয়। এটী রাজস্বের গলগ্রহ নয় অথচ যে উপায় দ্বারা উহার ব্যয় সংকুলন হয়, সেটী জন সাধারণের নিকট তত অপ্রীতিকর নয়। ইহা কর্ত্তৃক নিষ্পীড়ন হইলেও দীর্ঘ কাল বহন করিয়া লোকের উহা এক রূপ স্বভাবগত হইয়া পড়িয়াছে, তবে যে উপায়ে রাস্তা ঘাট প্রস্তুত হয় তাহাতে এই অর্থ গুলি সমুদয় রীত মতে ব্যয়িত হয় না। যাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, গবর্ণমেণ্ট তাহার ভার গ্রস্থ হইলেও তাহা নিজের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমাদের রাজ পুরুষেরা অতিশয় ক্ষমতা প্রিয় এবং এই দোষটী অনেক স্থলে গুণ হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং ফেরিফণ্ড যদিও সম্পূর্ণ রাজস্বের মধ্যে পরিগণিত হয় না, তত্রাচ এবিষয়ে তত্ত্বাধান উপযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তথাচ কার্য্যকারকের দোষে উহার অনেক স্থলে অপব্যয় হয়। ফেরিফণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা কমিশনর, কিন্তু প্রকৃত কর্ত্তা জেলার মাজিষ্ট্রেট। অনেক স্থলে এ উভয়ই ইঞ্জিনিয়ারিং কিছুই জানেন না। পাবলিক ওয়ার্কের ন্যায় বহু মুল্য ও পরিপাটী কার্য্যই না হউক, ফেরিফণ্ডের মধ্যেও এ সম্বন্ধে প্রায় তুল্য বিদ্যার আবশক করে, এমনাবস্থায় অপারদর্শী ব্যক্তি দিগো মুখতাতে পদে পদে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পুর্ত্ত বিভাগের ভারি কলঙ্ক এ বিভাগের কর্ম্মচারী মাএর ধর্ম্ম জ্ঞান কম, সাধারণের এই রূপ বিশ্বাস। এবিশ্বাসটী নিতান্ত অমূলক নয়, তাহারা অল্প বেতনে যেরূপ নবাবী করেন তাহাতে কাজেই সন্দেহ হয়। এবিভাগের লোকে প্রায় ফেরিফণ্ডে কাজ করেন। ইহাদের ধর্ম্মজ্ঞান বড় থাকে না, আবার তত্ত্বাধায়ক মাজিষ্ট্রেট সাহেব কাজ বুঝেন না, সুতরাং অনেক অর্থ যে যথোপযুক্ত রূপে নিয়োজিত হয় না, তাহা সহসা বিশ্বাস হয়, তবে ফেরিফণ্ডের ওবরশিয়ার মাত্রে যে ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য তাহা আমরা বলি না।

ইহার মধ্যে আজ কাল অনেক ভাল লোক প্রবেশ করিয়াছেন ।

বৎসর বৎসর সাধারণ ফণ্ড হইতে কমিশনার সাহেব তাহার অধীনস্থ জেলায় টাকা বণ্টন করিয়া দেন । কমিশনার হইতে ইহার বিলি বন্দবস্তের নিমিত্ত বৎসরের কয়েক মাস অতিবাহিত হয় । মাজিষ্ট্রেট দিগের হাতে বিস্তর কাজ, তাহারা আবার উহার প্রতি যথা বিধি মনোযোগ দিতে পারেন না, সুতরাং তাহাতেও অনেক সময় অতিবাহিত হয়, আবার এক এক জেলায় এক জন মাত্র ওবরশিয়ার । তাহাদের হাতে এত কাজ যে তাহারা প্রায় উপযুক্ত সময় সমুদয় ষ্টিমেট, প্লান প্রস্তুত করিতে পারেন না সুতরাং ফেরিফণ্ডের কাজ যথা সময় আরম্ভ হয় না । মাজিষ্ট্রেট গণের মার্চ্চ মাসের মধ্যে কাজ নির্ব্বাহ করিয়া রিপোর্ট করিতে হয় এবং যাহার অধীনে যে পরিমাণ কাজ নির্ব্বাহ হয় তিনি আগামী বৎসর সেই পরিমাণে টাকা পান । বিলম্ব করিয়া কাজ আরম্ভ করায় সমুদয় কাজ উপযুক্ত সময় মধ্যে নির্ব্বাহিত হয় না টাকাও ফণ্ডে অনেক পড়িয়া থাকে । কিন্তু আগামী বৎসর কম টাকা পাইবেন এই আশঙ্কায় মাজিষ্ট্রেটেরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বৎসরের শেষ অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন । আমরা শুনিয়াছি এক জন মাজিষ্ট্রেট আগামী বৎসরে পাছে কম টাকা পান এই ভয়ে বৎসরের শেষে ৩০ টাকা বেতন দিয়া অনেক গুলি সব ওবরশিয়ার নিযুক্ত করেন । এক জন মাজিষ্ট্রেট সালতামামী রিপোর্ট লিখিবার সময় "ফণ্ডে আট হাজার টাকা জমা আছে,, শুনিয়া ভারি উৎকণ্ঠিত হন এবং ওবরশিয়ারকে উহা কোন কার্য্যে অবিলম্বে পর্য্যাবসিত করিতে আজ্ঞা দেন ইহা কর্তৃকও সুতরাং অনেক টাকা অনর্থক নষ্ট হয় ।

আমরা কণ্ট্রাকট প্রণালীর বিরোধী । পূর্ত্ত বিভাগে ইহা দ্বারা বিস্তর ক্ষতি হয় । ফেরিফণ্ডে ইহাতে অনেক স্থলে সর্ব্বনাশ করে । কণ্ট্রাকট দ্বারা কাজ চালিত, যদি উপযুক্ত ও ধর্ম্মজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে কাজ সম্পূর্ণ করা হইত । ফেরিফণ্ডে কণ্ট্রাক্টর গণ প্রায়ই অর্থশূন্য ব্যক্তি তাহারা যৎকিঞ্চিৎ পুঁজ লইয়া কাজ আরম্ভ করে । কাজ একে কালে বিলম্ব করিয়া আরাম্ভ হয়, তাহাতে যদি অধিক টাকা খাটাইয়া সত্বর সত্বর কাজ তুলা যায় তবে সময় মত কাজ নির্ব্বাহ হইতে পারে, কিন্তু কণ্ট্রাক্টদার দিগের একে টাকার স্বচ্ছলতা থাকেনা, অবরশিয়ার গণের হাতে বিস্তর কাজ থাকায়, তাহারা কার্য্য পরিদর্শন করিয়া সত্বর সত্ব তাহাদিগকে টাকার বিল দিতে পারেননা, আবার বিল পাইলেও টাকা বাহির করা সে এক দুর্গোৎসব পূজার ব্যাপার, সুতরাং মাজিষ্ট্রেট গণ বৎসরের শেষে গিয়া দেখেন যে প্রায় কাজ পড়িয়া আছে । কখন কখন কণ্ট্রাক্টদার দিগের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া তাড়া তাড়ি দ্বিগুণ ব্যয় করিয়া কাজ সমাধা করেন, কথক মাঝা মাঝি পড়িয়া থাকে । সুতরাং ইহার নিমিত্ত বিস্তর অর্থ নিরর্থক নষ্ট হয় ।

ফেরিফণ্ডে যে পরিমাণে অর্থব্যয় হয় তাহার মত কার্য্যও ভাল হয় না । ফেরিফণ্ডের রাস্তা গুলি প্রায় মাটীর । শীতকালে উহা সংশোধন করা হয় । অনেক রাস্তায় প্রায় চিল চালের কাজ করা হইয়া থাকে । এদেশে শীতকালে অন্তর্ব্বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব ! এক্ষণ প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র গো শকট গমনাগমন করে । রাস্তা সংশোধন করিতে উহার উপর যে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করা হয়, তাহা গাড়ীর চাকায় ধুলি হইয়া বায়ু বেগে উড়িয়া যায় ইহাতে রাস্তায় এন ধুলা হয় যে লোকের চলা ফেরা এক রূপ অসাধ্য হইয়া পড়ে । এই চূর্ণ মৃত্তিকার অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে, বর্ষা কালে তাহা কাদা হয় এবং রাস্তা চলার সুখ কোন কালে কিছুই থাকে না ।

এবিভাগটী যে রূপ উপকারী ইহার উন্নতি সাধন পক্ষে গবর্ণমেণ্টের সেই রূপ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য । মাজিষ্ট্রেট দিগের হাতে ইহার কর্ত্তৃত্বর ভার দেওয়া নিতান্ত অন্যায় । ইহারা কিরূপে যে এই গুরুতর ভারটী হস্তে গ্রহণ করেন এবং গবর্ণমেণ্টই বা সাধারণ অর্থ এই রূপ অযোগ্য হস্তে ন্যাস্ত করিয়া সচ্ছন্দ থাকেন তাহা আমরা জানিন । আমাদের বিবেচনায় উপযুক্ত লোক ওবরশীয়ারের পদে নিযুক্ত করিয় তাহার উপর ইহার ভার স্বাধীনরূপে অর্পণ করিলে ভাল হয় । ওবরশিয়ারগণের তত ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিতে পারে কিন্তু সুশিক্ষিত বাঙ্গালির প্রতি স্বাধীন ভার অর্পণ করিলে তাহারা কখনই বিশ্বাস ঘাতকতা করেননা । বরং উহার কার্য্যের প্রতি কমিশনার কি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গণের কর্ত্তৃত্ব রাখিলে হয় । অনেক বহুদর্শী হইয়া রাজপুরুষেরা কমিশনার হন, তাহাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কতক জ্ঞান জন্মিতেও পারে । আমাদের বর্ত্তমান কমিশনার ক্যাম্বেল সাহেব এবিষয়ে যেরূপ পারদর্শী, সকল কমিশনার যে ঐ রূপ হইবেন আমরা সে রূপ ভরসা করি না, তবে ইহারা মাজিষ্ট্রেট দিগের ন্যায় মুর্খ যে হইবেন না সে বিষয় নিশ্চিত ।

ফল গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে একজিকিউটিব, জুডিশিয়াল প্রভৃতি সমুদয় বিভাগ স্বতন্ত্র হইতেছে, সম্প্রতি আয় ব্যয়ের স্বতন্ত্রতা হইল এরূপ অবস্থায় স্থানীয় কর সম্বন্ধীয় আর একটী স্বতন্ত্র বিভাগ করিয়া ফেরিফণ্ড প্রভৃতি তাহার তত্ত্বাবধানে রাখা উচিত । ইহা হইলে যদও এক্ষণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যয় হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু অনর্থক ব্যয়ের নিবারণ ও অন্যান্য বিষয়ে, বিস্তর উপকার হইবে ।

রাস্তা সংস্কার সম্বন্ধে আমাদের একটি বক্তব্য আছে এক্ষণ যে প্রণালীতে উহা সংস্কার হয় তাহাতে সুদ্ধ অর্থ নষ্ট হয় না পথিক দিগকে ধূলি ও কর্দ্দমের নিমিত্ত ভারি কষ্ট দেওয় হয় । রাস্তার কদর্য্যতা নিবন্ধন গাড়ী প্রভৃতিও অনেক সময় অচল হইয়া পড়ে । এগুলি ক্রমে পাকা করা কর্ত্তব । মনরো সাহেব কৃষ্ণনগরে নিয়ম করেন যে নূতন রাস্তা আর প্রস্তুত না করিয়া যে গুলি আছে অগ্রে সেই গুলি ইষ্টকময় করা হয় এটী মন্দ নয় । আমরা দেখিয়াছি ফেরিফণ্ডের যে সমুদয় রাস্তা দীর্ঘ কাল সংস্কার করা হয় নাই, সে গুলির উপর তৃণ জন্মিয়া উৎকৃষ্ট বন্ধাপন্ন হইয়া আছে । রাস্তায় যদি কেবল মাটী না ফেলিয় ঘাসের চাপড়া দিয়া বান্ধা যায় তবে উত্তম হয় । ইহা কর্তৃক কিছু অধিক ব্যয় পড়িতে পারে কিন্তু তেমনি দুই তিন বৎসরান্তর সংস্কার করিলে চলে ।

The Jessore Jail has vastly improved under Mr Pritchard, the present Jailor, at least so says Mr Campbell and so say we. The Commissioner is of opinion that Jessore Jail is one of the best in Bengal. The secret of Mr Pritchard's success is the kindness of his heart; he treats the prisoners well and the prisoners serve him with heart.

The following sentences which appeard in the Bombay Times deserve to be written in gold.

And as to the general personal grievances complained of, we would say—let every man, arrogant and tyrannical, who abuses with tongue or hand a native of India, think that every blow, nay every word, knocks away a brick from the foundation of our rule in India—and let him arrest the hasty word or blow before it has done its irrevocable mischief.

The origin of the Sepoy war may be traced not to greased cartridges, not to the despotism of the Government, but to the tyranny of individual members.

The Cess and its History—It was in an evil hour that the India Government commenced its operations to impose a cess on the lower Provinces. Defeated at every step, the only proper course left for the present regime is to retire and to leave to abler hands the affairs of the State. In other countries, when ministers fail to carry out any measure, they give place to other aspirants to try their chance, why in India should blundering ministers continue to hold ffices which they prove by their acts they are not fit for? The cess failure ought at least to teach Lord Mayo and his advisers that even in such a country as India it is not safe to be always in a hurry and unmindful of the wishes and rights of the people. Lord Lawrence 3 years ofter his reign first tried to pave the way for the imposition of a cess, and the defeat commenced even from the begining. His first attack was against Babu Bhoodeb[illegible] Patshalla system, the scheme was sai[illegible] be more expensive than what S[illegible] Grant originally intended it s[illegible] but the Inspector in a maste[illegible]

supported his Scheme and forced the India Government to apologise. The India Government lost its temper and finding that it could do nothing against mass education, fell upon what was called High Education and deliberately stated that Government cannot pay for the education of the rich classes, the Government pays an enormous sum for the maintenance of English schools which is availed of by the children of opulent men generally. It went further and said that it was not the duty of Government to take care of the education of the people ! The Educational authorites again clearly proved by actual statistics that the facts upon which the India Government based its conclusions were not true, and as it was a matter of fact and not of opinion, the Imperial Government was again forced to yield. Like a shuttlecock between two battledoors, Government by a natural course was again impelled towards mass education, this time changed in its tone and manner and as a friend. It first charged the Patshalla scheme for being costly, it now was very sorry for the small sum expended for the education of the lower classes. It could no longer bear the reproach of being so indifferent to the interests of the lower classes, and thought that to extend education among the lower classes it must impose a cess. The Lieutenant Governor strongly objected, the Zemindars loudly protested, the Ryots for whose benefit the cess was to be imposed joined in the protest, but the Governor General and his advisers were not to be staggered by any show of resistence, they discovered a mare's nest in sec VII and the language of Lord Cornwallis Proclamation. The result was that the Government of India was of opinion that a cess could be imposed, and wrote to the State Secretary for the confirmation of its opinion. Never was seen such uproar in the India House. The Secretary of State thought that a cess could be imposed, but not on the grounds upon which the India Government base their arguments. This is no great compliment to the India Government, it is on the other hand a clear admission on the part of the State Secretary that the India Government acted unjustly, and arbitrarily in setting at nought the protest of the Chief Ruler of the province and of the people. The State Secretary then abandoned the chief argumen t of the India Government and discovered one for himself, which was again abanoned by six of his colleagues ! The protest of six of his colleagues has more importance in it than it would appear at first sight. A division in council is always necessary for the welfare of the people and had the India Government been not so united it could never have been able to impose measure after measure, so distasteful to the people. A division then in the India Council is possible, what care we then for the unity of the members of the India Government if we can create this division in England ? Political agitation must be then our chief resource to fight with the Government, and political agitation when properly carried out can never fail, as it has never failed, to do at least some good. The Zemindars should no longer delay to send a proper man to England to agitate the question of the cess, and we hope they will try to keep a permanent agent there.

Education Question—We did great injustice to His grace the Duke when we said that he was at the bottom of all the impolitic measures with which the India Government was accredited. The Temple tax was his, but we can no longer conscienciously oppose a tax which tho extremely distasteful to the people is yet in many ways preferable to the substitutes proposed. The duke's unpopularity commenced when he gave his sanction to the withdrawal of the State Scholarships. This most impolitic measure first created a distrust in the minds of the Natives as to the intentions of the British Government. From our personal knowledge we can testify to the fact that Natives who were devotedly attached to the British Government were shaken in their cunfidence, for the withdrawal of the State Scholarships granted 2 years before was a measure for which there was no plea whatever to justify it. The next measure which confirmed the belief was the imposition of a cess in Bengal. The imposition itself did not create so much dissatisfaction as the unsound arguments used by the duke to support it. The despotic careless and hasty manner in which the Government of India conducted its proceeding, setting at nought public opinion and the advice of subordinate Governments, did its work in creating an impression that the India Government was in league with Her Majesty's Government, that it was always sure of receiving the support of the latter in all its measure. But the Despatch of the State Secretary regarding the education question has agreeably surprised the people as it has confirmed them in their belif that sooner Lord Mayo is seperated from his evil genii the better for the welfare of the people. The India Government sought to play fool with the Duke to make him their dupe, but the wary state secretary was not so soon to be caught He speaks to that effect to the India Government and calmly gives as many thrusts as there are words in the despatch. The cause of high education is then safe and we can assure the British nation that the people are not only satisfied but grateful. It is very curions to note that the despatch of the Seceretary reached the India Government before the great education meeting and had it been published earlier the necessity of such a meeting would have no longer existed. But when men begin with blunders they generally end with blunders. The education meeting strengthened the people, made them conscious of their power and weakened the Government. The meeting in short was held by the people of Bengal or in other words by the leading men of India to vote a want of confidence in the Government of India and the same Government of India might have, if it had the good sense, prevented this demonstration by the immediate publication of the despatch

After eight years Mr Judge Lawford leaves Jessore unregretted by the inhabitants. As a Judge he was a most convicting Officer and as a citizen he never shook hands with a Bengallee or never mixed with the people. He was a stumbling block to the union of the two races. With means and opportuniti what a vast deal of good he could have done to Jessore !

বিবিধ।

We shall indulge in a piece of harmless imagination. We might have dreamt as well, but is better to speak the truth always even in jok Suppose then that a score of gentlemen was delibe ting on a most important question, the Duke of Argy in the chair, surrounded by his advisers, Lord Ma in the front surrounded by his advisers and Grey alone in a corner. The subject which gaged their attention was a cess in Bengal.

The President: Well My Lord, I must con that the interpretation that you have give Sect VII is what you should have not given.

Lord Mayo—But if your Grace would but lo to the language of Lord Ceornwallis *Proclamatio*

Th P:—Even there I dont agree with your cellency.

L. Mayo:—But only consider a cess must imposed.

The P:-Quite true, a cess must be imposed, is settled, but you are very unfortunate in y arguments.

The Chief adviser to Lord Mayo:—Why Lord Duke, what argument can be stronger this that a cess must be imposed.

The P:—I dont know, we ought to base opinion on a strong argument, but I believ will not be very difficult to find one. This is

ed the deductive method, is it not, Sir Erskine Perry?

Sir E. Perry:—My Lord Duke, this is a quite philosophical way of proceeding, and if you dont find a strong position to fortify your arguments you can artificially construct one, as good generals always do.

The P:—Certainly, suppose we say that since the Zemindars paid the Income tax they have no right to protest against the imposition of a cess.

Mr Hailiday-No! never stoop to raise such an argument. At a very critical time, the patriotic Zemindars came of their own accord to help us, is it honorable that we should take advantage of it now?

The C. adviser to my Lord—Mr Halliday forgets that a cess must be imposed.

The P—There, dont forget the hinge upon which our arguments must hang. A cess must be imposed, but leave to me the task of ferretting out an argument, I shall take advantage of Sir perry's hint and try to make my argument as strong as I can by art.

ফ্রান্স।

ফ্রান্স পতন হইলেন। বিধাতার নিয়ম বিচিত্র এবং কে উহা খণ্ডন করিতে পারে অদ্বিতীয় আর্য্য বংশ পতন হইয়াছে অদ্বিতীয় গ্রীস রাজ্য পতন হইয়াছে, রোম অবসান হইয়াছে, পারশ্য রাজ্যের এক্ষণ নাম মাত্র আছে, অতএব ফ্রান্সের পতন আর নুতন বিষয় কি? জগত জগদীশ্বরের বিচিত্র গ্রন্থ, ইহার দিনং এক একটী পত্র আমাদের নয়ন গোচর হইতেছে আর আমরা অভুত পূর্ব্ব ব্যাপার সমুদয় দর্শন করিতেছি। ফ্রান্স পতন হইবেন উহা উন্মাদেও স্বপ্নে দেখে নাই। লুই নেপলিয়ান সুদ্ধ শারীরিক নয় মানসিক যুদ্ধেও প্রশিয়র নিকট পরাজিত হইবেন উহা বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপেও প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু মনুষ্যের পরিণাম দর্শিতা জ্ঞান ও অনুভব শক্তি কতটুক। আজ মাস কয়েকের মধ্যে দেখা গেল যে মনুষ্যের গণনা ভ্রম পুর্ণ, সকলই অদৃষ্ট সাপেক্ষ। ফ্রান্স পতন হইলেন, পারিস নগর পতন হইলেন এবং ইহার সঙ্গে পৃথিবীর বিদ্যা বুদ্ধি, শিল্প, ও কারুকার্য্য, আমোদ আহ্লাদ সমুদয় লোপ হইল। ফ্রান্স পৃথিবীর জীবন ছিলেন, পারিস পৃথিবীর হৃদয় ছিলেন। যেখানে যখন যে অদ্ভূত আবিষ্ক্রিয়া নূতন সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মুল ফ্রান্সে। মানসিক যে কোন ঘটনা দ্বারা পৃথিবী মোহিত হইয়াছে তাহার মুল ফ্রান্সে। পারিসে যে আমোদ আহ্লাদ আনন্দ উৎসব হইত, পৃথিবী তাহার প্রভাবে নৃত্য ও আনন্দ গীত করিত। পারিস নগর একটী আনন্দ বাজার ছিল, ফ্রান্স একটী মনোরম উদ্যান ছিল। মানসিক ও শারীরিক যত রূপ পরিতৃপ্তি আছে তদ প্রেমে উন্মত্ত যিনি হইতেন তিনিই ভ্রমরের ন্যায় এই উদ্যানে মধু চয়ন করিতেন, তিনি এই আনন্দ বাজারের আনন্দ লহরীতে প্রবাহিত হইতেন। কিন্তু ফ্রান্স গেলেন, পারিশ গেলেন পৃথিবীও সেই সঙ্গে সঙ্গে মেঘাচ্ছন্ন হইলেন। আমিরিকা যতই উন্নত হউন না, উহা জীবন শূন্য, প্রেম শূন্য, নীরস। সেখানে অর্থই সর্ব্বস্ব, এই অর্থ দেবর চরণে আমিরিকা সর্ব্বস্ব উপহার দিয়াছেন। ইংলণ্ড ফ্রান্সের ক্রোড়ে নৃত্য করিতেন, তাহাকে এক্ষণ কে নাচাইবে, কে হাসাইবে। রুশিয়া ও প্রশিয়া যম দুত। যে প্রশিয়ার উদরে লক্ষ লক্ষ নর দেহ প্রবেশ করিল, যে প্রশিয়ারঅস্ত্র সহস্র বর্ষ ধৌত না করিলে উহার শোণিত মুক্ত হইবে না, যে প্রশিয়ার হৃদয় অঙ্গার হইতেও কাল, তিনি নিজে অন্ধকার ময় এবং তাহার প্রতিভাতে জগত আন্ধার করিবে। প্রশিয় নর মুণ্ডে ফ্রান্স আচ্ছন্ন যে করিলেন সে জন্যে তাহাকে জগত ক্ষমা করিবে, তিনি যে শোণিত স্রোতে ফ্রান্স প্লাবিত করিলেন তাহাও জগতে তাহাকে ক্ষমা করিবে, মনোরমা ফ্রান্সকে যে হতশ্রী করিলেন তাহাও জগত ক্ষমা করিবে; কিন্তু পারিশ নগর, যে পারিস নগর জগতের হৃদয়, আনন্দের প্রস্রবণ তাহা যে নষ্ট করিলেন তাহা কস্মিন কালে কেহ ক্ষমা করিবেন না। এই অপূর্ব্ব নগর নষ্ট করিয়া তিনি পৃথিবীর হৃদয়ে আঘাত করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত অদ্বিতীয় শিল্পী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্বিতীয় পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, সমুদয় রসাতল গেলেন। পারিস নগরের এক এক খানি ইষ্টকে কারুকার্য্য করিতে কত বুদ্ধির পর্য্যাবসান হইয়াছে, এক একটী শিল্প কার্য্যের নিমিত্ত অদ্বিতীয় শিল্পীগণ মস্তিস্কের কত নিষ্পীড়ন করিয়াছেন। নগরে শোভা বর্দ্ধনের নিমিত্ত কত অর্থই পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং সমুদয় প্রশিয় গণ সুদ্ধ নশ্বর অভিমান পরিতৃপ্তের নিমিত্ত উহা নষ্ট করিলেন বোধহয় পৃথিবী মধ্যযুগের ন্যায় আবার অসভ্যতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিবে। প্রাশিয়া সাত বৎসরে মধ্যে তিনটী যুদ্ধে ব্রতী হইলেন, সর্ব্বত্রই প্রায় অকারণক ও অন্যায় করিয়া অথচ সর্ব্বত্রই জয়ী হইয়াছেন। প্রশিয়া এই যুদ্ধ সুদ্ধ ফ্রান্সকে পদতলে দলিত করিলেন না, তাহার নিজের ভবিষ্যতের দুরাশা শিখাও উহাতে আরো প্রজ্বলিত করিয়া দিল। যদি পার্লিয়ামেন্টে প্রকৃত প্রাণিয়া পদার্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে কে জানে ভারতবর্ষের অবস্থা কি হয়। ইংলণ্ড ফ্রান্সকে বিপদ কালে পরিত্যাগ করিয়া মহা পাপ করিয়াছেন। এপাপের নিমিত্ত তাহার কি প্রায়শ্চিত্ত দিতেহয় তাহা কেহ নে? ফল ইংলণ্ড এক্ষণও আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন। ফ্রান্স এক্ষন অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, শত্রুর শরণাগত হইয়াছেন, যত দুর হীন হইতে হয় হইয়াছেন এক্ষণ যাহাতে প্রাশিয়গণ যদৃচ্ছা সন্ধি স্থাপন করিতে না পারেন, এটী ইংলণ্ডের দেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ফ্রান্সের শোণিত যদি প্রশিয় একেবারে শোষণ করেন তবে প্রশিয়া সুদ্ধ অদ্বিতীয় বলবান হইবেন এরূপ নয় ফ্রান্সের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের অনেকের শোণিত শুষ্ক হইবে। ইংলণ্ডের এক্ষণ অতি কর্ত্তব্য যে আর কিছু না হউক স্বার্থের নিমিত্ত ফ্রান্সকে একেবারে বিনষ্ট না করিতে দেন। তবে প্রাশিয়া যে নৃশংসতা যে রাবত্ব যে যুদ্ধ কৌশল দেখাইয়াছেন তাহাতে বোধ হয় আর কাহারও গাত্রোত্থান করিতে সাহস হইবেনা।

ফ্রান্স তুমি পতন হইলে কিন্তু পতনেও তুমি দেখাইয়াছ যে তুমি বীর শ্রেষ্ঠ। ধন্য তুমি। ধন্য তোমার সন্তান গণ, ধন্য তোমার ক্ষমতা। তুমি শত্রু হস্তে পতিত হইলে কিন্তু পৃথিবী বোধ হয় এরূপ হীনাবস্থাপন্ন হয় নাই যে তোমার বীরত্বের নিমিত্ত তোমাকে সাধু বাদ না করিবে। মনুষ্যেরাই না করুক স্বর্গে দেবতারা তোমার বীরত্বের নিমিত্ত দুন্দুভী বাদ্য করিতেছেন।

মূল্য প্রাপ্ত।

বাবু কালা চাঁদ ঘোষ, মজিলপুর, জয়নগর ৭৭ সালের চৈত্রের শেষ ....৪।

বাবু প্রিয় শংকর ঘোষ, শ্রীধর পুর, যশোহর ৭৭ সালের মাঘের শেষ (বাদ ডাক মাশুল) ৫

বাবু সত চরন ঘোষ, বাগুটিয়া, যশোহর ৭৭ সালের কার্ত্তিকেয় শেষ ৩,

বাবু প্যারি লাল রায়, বরিশাল, ৭৭ সালের মাঘের শেষ ১০,

বাবু গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বরিশাল ৭৭ সালের মাঘের শেষ ১০,

বাবু দিন বন্ধু মল্লিক, বরিশাল, ৭৬ সালের মাঘের শেষ ৮,

পাবলিক লাইব্রেরী, বরিশাল, ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বাগহাট যশোহর ৭৭ সালের অগ্রহায়ণের শেষ .. . ১০,

বাবু গোপাল শংকর চন্দ্র, বাগহাট, যশোহর ৭৭ সালের আশ্বিনের শেষ .... .. ৩।

বাবু চন্দ্র কুমার সেন, পুর্ণিয়া, ৭৮ সালের আষাঢ়ের শেষ .... ৪।

বাবু শিব চন্দ্র সরকার, কোর্ণহার, বীরভুম, ৭৮ সালের আশ্বিনের শেষ ৮

পাবলিক লাইব্রেরী, যশোর, ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৫

বাবু কালী প্রসন্ন রায়, নড়াইল, ৭৮ সালের মাঘের শেষ ১৩

বাবু শশিকান্ত সেন, সর্ব্বানন্দ হুদা, ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু হরিশ্চন্দ্র মণ্ডল, মেদিনীপুর, ৭৭ সালের পৌষের শেষ .. ..

বাবু বরদা প্রসাদ মিত্র, সিমুলিয়া, ৭৭ সালের মাঘের শেষ ....

বাবু মহেন্দ্র নাথ সান্যাল, হোসেন কুষ্টিয়া, ৭৭ সালের শ্রাবণের শেষ.... ....

মৌলবী ওবেতুল্ল শেখ, পিরোজপুর, পুর ৭৮ সালের মাঘের ... .

বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র মণ্ডল, চুচড়া, ৭৮ সালের শ্রাবণ

সংবাদ।

—১৭৮৩ অব্দে বেলুন যোগে প্রথম আরোহণ করা হয়, এই বৎসর চারিবার বেলুন হয়। পর বৎসর ৩২ বার ও এবার ইউরোপ ও আমেরিকায় ৩৪০০ শত বার উঠা হইয়াছে। পনরটী লোকের আরোহী দিগকে কেবল মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়াছে। ফরাসী বেলুন আরোহীরা বলেন বেলুনে উঠিয়া যে সুখানুভব করা যায়, তাহা আশংকা হইতে ঢের বেশী।

—আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বাবু দেবেন্দ্র কুমার তাহার জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য সকল স্বার্থ মফঃস্বলে বাহির হইয়াছেন। সম্প্রতি কুমার খালী অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। কিছু দিন আমরা লিখিয়াছিলাম তাহার জমিদারীতে ঘোর অত্যাচার হইয়া থাকে। আমরা সেগুলি তিনি বিশেষ অনুসন্ধান [illegible] বেন।

—বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের একটী লক্ষণ এই যে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যুদ্ধ করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা শান্তি প্রিয়।

—মান্দ্রাজ পত্রিকা সকলে প্রকাশিত হইয়াছে যে ইনকম টাক্স দিতে অপারগ হওয়ায় এক দিনে পুলিশ কোর্ট হইতে এক শত এক খানা সমন ও নয় খানা ওয়ারাণ্ট বাহির করা হয়।

—ইউনাইটেড ষ্টেটসের জন সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যে তথায় তিন কোটি নব্বই লক্ষ লোক আছে। নিউইওর্কের বাসন্দা সংখ্যা প্রায় চোয়াল্লিশ লক্ষ।

—কাশ্মীরের মহারাজা একটী বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনার্থে বৎসর ২ এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সংকল্প করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ান বলেন, এটী দ্বারা আমাদের গবর্ণমেণ্টকে কিরূপ শ্লেষ করা হইতেছে। পঞ্জাব বিদ্যালয়ের নিমিত্ত শুদ্ধ একুশ হাজার টাকা প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ কেবল এক জন ডেপুটি কমিশনারের বেতন!

—পৃথিবীর জন সংখ্যা সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে জানা গিয়াছে যে, ইহার মোট লোক সংখ্যা এক শত বাইশ কোটি আশি লক্ষ। ইহার পাঁচ কোটি ত্রিশ লক্ষ মোঙ্গলিয়ান জাতি, ৩৬ কোটি আর্য্য জাতি, উনিশ কোটি ইথিওপিয়ান, সতের কোটি ষাটি লক্ষ মালয়ে, ও আদিম আমেরিকান দশ লক্ষ। বাৎসরিক মৃত্যুর সংখ্যা তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ।

—নরউইচে একটী স্ত্রী লোকের মৃত্যু হইয়াছে ইহার বয়ঃক্রম এক শত এক বৎসর। ইহার সত্তর বৎসর বয়স্কা একটী কন্যা আছে। এই কন্যা তিন বার বিধবা হইয়াছে, সম্প্রতি সে বিবাহ করার উদ্যোগ করিতেছে।

—এবার ইউরোপে যেরূপ ভয়ানক শীত পড়িয়াছে এরূপ প্রায় অনেক কাল হয় নাই। শীতের দরুন ইউরোপীয় যুদ্ধ আরো ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

—সুয়েজের খাল দিয়া ইংরেজ দিগের যত জাহাজ গতায়ত করে, এত আর কোন জাতির না। গত ডিসেম্বরে মোট ৫৯৬৬৪ টন জিনিষ পত্র খাল দ্বারা প্রেরিত হয়, ইহার ৩২৮১৮ টন ইংরেজ দিগের। তুরস্ক অষ্ট্রিয়ান ও ফারাসী জাতি প্রত্যেকে মোটে সাত হাজার টন দ্রব্য প্রেরণ করে ও এক খানি মাত্র ইটালীয়, এক খানি ডচ ও এক খানি পর্ত্তুগিজ জাহাজ খাল দিয়া গমন করে। ইংরেজ দিগের এত সুবিধা, কিন্তু ইহারাই খাল খনন হওয়ার সময় নানা বিধ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।

—বিশ্ব-দূত বলেন, "প্রায় সপ্তাহ অতীত হইল, টালীগঞ্জে দুইটি চুরি হইয়াছে। এক জন স্ত্রীলোকের মুখে কাপড় বাঁধিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে, অপর স্ত্রীলোকের দুর্দ্দশা ঐ রূপ করিয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই চুরি হইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, পুলিসের দ্বারা উপকার দর্শিতেছে না।"

—পাক্ষিক সংবাদ বলেন, "সম্প্রতি হাইদ্রাবাদে একটী ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এক জন মুসলমান তাহার স্ত্রীকে কোন কার্য্য করিতে বলে, সে উহা করে নাই বলিয়া ঐ ব্যক্তি তাহার মস্তকে এরূপ গুরুতর রূপে আঘাত করে যে, তৎক্ষণাৎ স্ত্রী লোকটীর মৃত্যু হয়। সেই সময়ে উহার এক পুত্র তথায় আসাতে তাহাকে এবং পরক্ষণেই তাহার এক কন্যাকে হত্যা করে। কেহই তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। এক জন সিপাহী উহাকে ধরিতে যাইছিল। কিন্তু হত্যাকারী উহার স্কন্ধদেশে অস্ত্রাঘাতে সে ব্যক্তি ভয়ে পলায়ন করে। পরে ঐ চীৎকার করিয়া, আমাকে ধরিবার প্রয়োজন এই বলিয়া স্বীয় গলদেশে অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে।" ইহাকেই ঘাড়ে খুন চাপা বলে।

—হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, "ঢাকায় মতীনাম্নী এক টী স্ত্রীলোক ছিল, কোন ইংরাজ কর্ণেলের সহিত তাহার প্রণয় হয়, কিছু কাল পরে মতীর ৩টী কন্যা জন্মে, কর্ণেল স্বদেশে গমন করেন, অল্প দিন হইল মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাহার আর কোন উত্তরাধিকারী নাই, মৃত্যু সময়ে মতির উক্ত সন্তান বা তাহাদের কোন উত্তরাধিকারীকে উইল করিয়া আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। মতীর এক পৌত্র মাত্র আছে, বোধ হয় সেই তাহা পাইবে, এ ব্যক্তি ভিক্ষা করিয়া আপন ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহাকেই বলে পাতার তলে কপাল।"

—এক জন সম্ভ্রান্ত বংশের একটি বালক কুস্বভাব বশতঃ অনেক গুলি কদর্য্য বালকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সম্প্রতি সে তাহাদের সঙ্গে যোগ করিয়া নিজ গৃহ হইতে নগত ও জিনিসে প্রায় ৩ হাজার টাকা অপহরণ করে। অনুসন্ধান দ্বারা অপর পূর্ব্বরবারস্থ বালক দিগের প্রতি সন্দেহ হয়, ও তাহারা পোলিস কর্ত্তৃক চালান হইয়া মাজিষ্ট্রেটে চালান হয়। সেখানে আসিয়া তাহারা এজাহার দিয়াছে যে তাহাদের পরিবারস্থ বালক কর্ত্তৃক পরামর্শ পাইয়া তাহারা চুরি করে। সে বালকটী পোলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেটে হাজির হইয়াছে

—আমরা এখানে একটী অপূর্ব্ব ডাকাইতির সম্বাদ গ্রহণ করিলাম। আজ বৎসর খানিক হইল কুমার খালী নিকট জয়রাম পুর গ্রামে একটি ভয়ানক ডাকাইতি হয়। সেখানে খুদিরাম ঘোষ নামক এক জন গোয়ালা বাস করে, সে ব্যবসায় করিয়া হাজার ত্রিসেক টাকার সঙ্গতি করে। তাহার প্রতিবাসী প্রাণ হরি নামক আর এক ঘর গোয়ালা বাস করিত, প্রাণ হরির পূর্ব্বে সঙ্গতি ছিল এক্ষণ বাটিতে এক জন হিন্দুস্থানী দারোয়ান আছে। তিনি সময়২ প্রয়োজন মত এই দ্বারবান দ্বারা গহনাপত্র পাঠাইয়া খুদিরাম ঘোষের নিকট বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিতেন। এই দ্বারবানের সঙ্গে তাহার এক জন ভাগ্নেয় থাকিত। সেও সময়২ দ্বারবানের সঙ্গে গিয়া খুদিরামের ধন সম্পত্তি দেখিয়া আসিত। কিছু দিন পরে এই ভাগ্নেয় গাজি পুর তাহার বাটি গেল। কিছু দিন পরে খুদিরাম ঘোষের বাটি ডাকাইতি হইয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হয়। এক বৎসর পর্য্যন্ত অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই সাব্যস্ত হয় না। পরে ডিটেকটিভ অফিসর বৈদ্যনাথ বাবু এখানে ইহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। ডাকাইতেরা পলায়ন করিবার সময় একটি মসাল ও এক খানি অস্ত্র ফেলিয়া যায়। তিনি মসালের কাপড় ও অস্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন উভয় হিন্দুস্থানীয়। তিনি এই সূত্র পাইয়া ক্রমে বাহির করিলেন যে দ্বারবানের ভাগ্নেয় কর্ত্তৃক ডাকাইতি হইয়াছে। ভাগ্নেয়কে পাকড়া করায় সে একরার করিয়াছে, সে বলিয়াছে যে সে দেশে গিয়া জন পচিশেক দস্যু সংগ্রহ করিয়া দেশ হইতে বরাবরি নৌকা করিয়া কুষ্টিয়া আসিয়া উপস্থিত হয় সেখান হইতে পাবনা আসিয়া আড্ডা করে। শেষে ক্রমে দুই এক জন করিয়া তাহাদিগের সকলকে গোয়ালার বাটি দেখায় এবং তাহার পর ডাকাইতি করে দস্যুর মধ্যে কয়েক জন ধৃত হইয়াছে কয়েক জন পলায়ন করিয়াছে, আপাতত তিন জন হাজতে আছে। তাহারা একরার করিয়াছে। বৈদ্যনাথ বাবু গাজিপুর আর২ অসামী ও সাক্ষীর নিমিত্ত গিয়াছেন। মকর্দ্দমা কুষ্টিয়ার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট কৃষ্ণ বাবুর নিকট হইতেছে।

প্রেরিত।

বাবু হেম চন্দ্র কর।

মহাশয়।

আপনি ১৪ মাঘের অমৃত বাজার পত্রিকায় সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু হেম চন্দ্র করের প্রতি তীক্ষ্ন খরতর কোপবাণ প্রয়োগ করিয়াছেন দেখিয়া বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কারণ কি লক্ষিত হইল না। বোধ হয় তিনি আপনার জগদ্বিখ্যাত পত্রিকা খানি গ্রহণ করেন না, ইহাই তাঁহার মুখ্য অপরাধ; নচেৎ তিনি কিসে আপনার বিরাগ ভাজন হইলেন? যদি এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার বিরুদ্ধে লেখন ধারণ করিয়া থাকেন তবে এবিষয় তাঁহার নিকট স্পষ্টাক্ষরে জানাইলে তিনি বাৎসরিক ৮ টাকা দিয়া আপনার নিন্দার মুখ বন্ধ করা অনুচিত বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। *

সেযাহা হউক হেম বাবু কলিকাতা নিবাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্র কায়েস্থ কুলোদ্ভব এবং এক জন বিচক্ষণ, দক্ষ, নিপুণ হাকিম বলিয়া জন সমাজে পরিচিত। একসিকিউটিব সারবিস মধ্যে তিনি যে এক অলঙ্কার স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যে২ মহকুমায় কর্ম্ম করিয়াছেন সর্ব্বত্রেই আপামর সাধারনের শ্রদ্ধার ও প্রতিষ্ঠার ভাজন ছিলেন। আমি এমন বলিনা যে তাঁহা অপেক্ষা অধিক বিচক্ষণ হাকিম নাই। কিন্তু তাহা বলিলে তিনি অনুপযুক্ত হন না। গবাদির মড়কের কারণ ও কিং অবস্থায় মড়ক নিবারণ হইতে পারে এসমস্ত নির্ণয় জন্য কমিশনর গণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহারা নানা স্থান পরিভ্রমন করিয়া ঐ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, কমিশনর গণ গো চিকিৎসক নহে। এতদ্দেশীয় লোক দিগের ও স্থানের স্থানের অবস্থা জ্ঞাতসার এক জন বিচক্ষণ ও পরিনামদর্শি বাঙ্গালীকে ঐ পদে নিয়োজিত না করিলে উক্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যে সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হেম বাবুকে ঐ কর্ম্মে মনোনিত করিয়া ছিলেন ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনার মতে তিনি ঐ কর্ম্মে অনুপযুক্ত হইতে পারেন বটে কিন্তু কে উপযুক্ত তাহা প্রকাশ করেন নাই। বড় ক্ষোভের বিষয় যে গবর্ণমেণ্ট আপনার মত লইয়া সর্ব্বদা রাজ কার্য্যে নিয়োগ করেন না। কিন্তু আপনাপেক্ষা বিজ্ঞ হিন্দু প্রেট্রিয়ট ও বেঙ্গলী সম্পাদকের মতে হেম বাবু ঐ কর্ম্মে সম্পূর্ণ উপযোগী ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা উক্ত বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান পক্ষে অনেক উপকার হইয়াছে। তিনি কিরূপ নৈপুণ্য ও পরিশ্রম সহকারে কমিশনর গণের রিপোর্ট প্রস্তুতের সম্বন্ধে সাহার্য্য করিয়া ছিলেন, তাহা ঐ রিপোর্ট প্রচারিত হইলে কাহারও অবিদিত থাকিবে না।

সম্পাদক মহাশয়। পরিশেষে একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আপনি নাকি অকপটে স্পষ্টং কথা শুনিতে ভাল বাসেন, সেই জন্যেই বলিতেছি যে অকারণে পর নিন্দা চর্চ্চা ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি দিগের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর কপোল কল্পিত কলঙ্ক আরোপ করা অমৃত বাজার পত্রিকার নিকটে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের এক প্রধান অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য। ইহা যে অমৃত বাজার পত্রিকার এক মুখ্য দোষ নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

১৮৭১। ৪ ফেব্রুয়ারী

উচিত বক্তা।

---

* আমাদের পত্র প্রেরক খুব সুবোধ, একেবারে মনের ভাব টের পাইয়াছেন। অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহার মুরুব্বি হেম বাবুকে ৮ টি টাকা পাঠাইতে বলিবেন। শীঘ্র, বিলম্ব না হয়, কারণ এই প্রতিবাদের আবার প্রতিবাদ আছে, আমরা সেই প্রতিক্ষায় থাকিলাম। স।

ব্যাঘ্র ভয়।

মহাশয়,

তুলাইতে বাঘের ভয় খুব হইয়াছে দিবা রাত্রি বাঘের ডক শুনিতে পাওয়া যায়॥ কোন খানে কেহ রাত্রে যাতায়ত করিতে পারে না॥ বিগত ২৫ মাঘ তুইলাইয়ের লাগাও বিষ্ণুপুর গ্রামে একটী তুই বৎসরের বালিকাকে বাঘে হত্যা করিয়াছে॥ কয়েক দিবস হইল এখানকার ডক্তার বাবুর সম্মুখে তুইটী বাঘ পড়িয়াছিল, পাবনার কর্ত্তৃপক্ষদের উচিত যে তাঁহারা গ্রামের জঙ্গল পরিস্কার করণের আদেশ ও অনেক শিকারী লোক প্রেরণ করেন।

মহাশয়॥

আজ কাল অনেক লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় যে "লেখাপড়া শিখিয়া ফল কি হইতেছে? পূর্ব্বে যাঁহারা বি এ পাস করেন তাঁহাদের তুই শত টাকা বেতনের ন্যূন চাকুরী করা অপমান ছিল, আর এক্ষণকার বি, এ, ৫০। ৬০ টাকার চাকুরী স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিতেছেন"। সম্পাদক মহাশয়, এবিষয়ে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, উহা আপনার পত্রিকায় এক প্রান্তে মুদ্রিত করিলে পূর্ণ মনোরথ হইব।

যত লেখা পড়ার চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতেছে। ততই বিদ্বান লোকের দর কমিতেছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্বান লোক দিগের বাজার সস্তা হওয়ায় কি কিছুই ফল হইতেছে না? অবশ্যই হইতেছে। ইহাতে সাধারণের উপকার কি অপকার? সমাজের ইহাতে যে বিস্তর উপকার তাহা স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। কৃত বিদ্য লোকের সংখ্যা অধিক হওয়ায় সকল বিভাগেতেই বিদ্বান লোক প্রবেশ করিতেছেন এবং তাহাতে সকল বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে সন্দেহ নাই॥ ৫ বৎসর পূর্ব্বে বি, এ, পাস করিয়া কেহই পোষ্টাফিসে প্রবেশ করিতেন না কিন্তু বি, এ, অধিক সংখ্যক হওয়ায় তাঁহাদের আর সে অভিমান নাই॥ কৃষ্ণনগরে এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ গোপাল সেন বি, এ, এক জন কৃত বিদ্য পোষ্টমাষ্টার আছেন ইহার উক্ত পদ গ্রহণান্তর এখানকার পোষ্টাফিসে অনেক উন্নতি হইয়াছে॥ সকল কার্য্যই অতি সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। আর ইহার সুবুদ্ধি ও সৌজন্যের দ্বারা কি ইংরেজ কি বাঙ্গালী সকলেই অতীব সন্তুষ্ট আছেন। কাহাকেও অনর্থক কষ্ট পাইতে হয় না। কোন ত্রুটী তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, স্বয়ং তাহার অনুসন্ধান করা আছে এবং তৎ সংশোধনের উপায় ও লওয়া হয়॥ আফিসের নিম্নস্থ কর্ম্মচারীরা সকলেই সুখী আছেন॥ এমন কি ডাক হরকরা সকলের যদিও বাঁধাবাঁধি নিয়মানুসারে কাজ করিতে হয় তথাপি তাহা কেহই বিরক্ত নহে॥ আর ইহাও আশা করা যায় যে এরূপ লোকের দ্বারা ভবিষ্যতে পোষ্টাগর শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেক সহজ প্রণালী উদ্ভাবিত হইবে।

উপসংহার কালে বক্তব্য যে যেমন পোষ্টাল বিভাগে অধুনা কৃত বিদ্য লোক প্রবেশ করায় তাহার উন্নতি লক্ষিত হইতেছে সেই রূপ যখন সকল বিভাগেই তাঁহারা প্রবেশ করিবেন তখন তৎ সমুদয়েরই বৃদ্ধি হইবে॥ কৃষি কার্য্য এবং শিল্প কার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রণালী অনুসন্ধানে বিদ্বান লোকের নিয়োজিত হওয়া হইবে। কেবল চাকুরী এক মাত্র ভরসা করিলে দেশের তাদৃশ মঙ্গল নাই॥

ভবদীয় বশম্বদ
এক জন গুণগ্রাহী।

মহাশয়?

ত্রস্থ জমিদার শ্রীযুক্ত ছৈয়দ আবদুল হামিদ ও শ্রীযুক্ত ছৈয়দ আবদুল রহিম এবং অত্রস্থ স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কালী মোহন দাষ ও মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র সেন এবং উক্ত জমিদার দ্বয়ের আমলা শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাষ মহাশয় প্রভৃতি হিতৈষি ব্যক্তি গণ সমবেত হইয়া অত্র গোপাল পুরস্থ গরিব দিগের উপকারার্থে ও স্বদেশের মঙ্গলার্থে সংপ্রতি একটী দানের বাকস সংস্থাপন করিয়াছেন। যাহার যে রূপ সাধ্য তিনি উক্ত কার্য্য সংসাধনার্থে উক্ত বাকসে যাহা কিছু প্রদান করিবেন তাহা সপ্তাহান্তর সংগ্রহ করিয়া তাহার কথোকাংশ গরিবদিগকে দান করা ও অবশিষ্টাংশ স্বদেশের মঙ্গল সাধন করা হইবেক॥

উপরিউক্ত দেশ হিতৈষি মহাশয় দিগের ঐকার্য্য ঐ কার্য্যে পরিণত হইলে তদ্দ্বারা এদেশের কতদূর মঙ্গল সাধন হইবেক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আমরা মঙ্গল ময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি ইহারদিগের আশা পুর্ণ করুন॥ উপরোক্ত জমিদার শ্রীযুক্ত মির আবদুল হামিদ অত্র গোপাল পুর স্কুলের সেক্রেটরি ইহার অর্থ ও উৎসাহেই এখান কার বিদ্যালয়টী জীবিত রহিয়াছে এবং দেশের বহুল মঙ্গল সাধন করিতেছে॥ ইহার প্রসাদেই অত্রস্থ ব্যক্তি গণ অমৃত বাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতেছেন। কনষ্টস্থ জমিদার শ্রীযুত ছৈয়দ আবদুর রহিমও একজন অতি সৎকর্ম্মোৎসাহি লোক, ইনিই ইতিপূর্ব্বে ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে গত পরীক্ষার্থ ৪ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইহার উৎসাহেই আমরা এখানে বসিয়া ঢাকা প্রকাশ ও সুলভ সমাচার দর্শন করিতেছি। প্রস্তাবিত সদানুষ্ঠানের ইনিই প্রধান উদ্যোগী।

উপসংহার কালে আমাদের বক্তব্য যে এই সদানুষ্ঠান দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ হইবেক তাহা যেন উপযুক্ত গরিব দিগকে দেওয়া হয় মির আবদুল হামিদ ও মির আবদুল রহিম মহোদয় স্বয়ং এদেশের জমিদার তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এদেশের অনেক উপকার সাধন করিতে পারেন। আমরা তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করি যে তাঁহাদের অর্থ গুলি যেন এই রূপ সৎকর্য্যেই সদা সর্ব্বদা ব্যয়িত হয়।

১৭৯২ শক
২২ মাঘ
বরিশাল

বশম্বদ
শ্রীআবদুল আজিজ কাজি
গোপাল পুর স্কুল।

---

১৬ ই মাঘের ধর্ম্মতত্ত্ব।

মহাশয়,

ধর্ম্মতত্ত্ব এই শব্দের অর্থ আমি অদ্যাবধি বুঝিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে মনে করিতাম বুঝি শুদ্ধ ধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল সত্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন তাহাই উহাতে প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক সময়ে ধর্ম্মতত্ত্ব খুলিলে বিদ্বেষ পত্র অহঙ্কার পত্র সত্যেকর তাণ করিয়া অপরের উপরে অস্ত্র বর্ষন করিবার তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়। এই ১৬ই মাঘের ধর্ম্ম তত্ত্ব খানি খুলিলাম খুলিবার পূর্ব্ব মনে করিতে ছিলাম বুঝি ঈশ্বর সম্বন্ধে কত প্রকার উৎসাহ বাক্য, কত মধুর প্রার্থনা ইহাতে লিখিত হইয়াছে বুঝি দেখিলে মনে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইব কিন্তু কি আশ্চর্য্য! উক্ত কাগজ খানি খুলিয়াই দেখি যে কতক গুলি বিদ্বেশ পূর্ণ শাণিত অস্ত্র আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও দেবেন্দ্র বাবুর উপর বর্ষিত হইয়াছে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ কর যে ইহারা ব্রাহ্ম নতুবা দেবেন্দ্র বাবুকে সকলে একত্র হইয়া প্রহার করিতেন তাহার আর সন্দেহ নাই প্রথমে ইহারা বলিতেছেন যে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজকে প্রতিযোগী গণনা করিয়া কোন মত বা কার্য্য বিশেষের প্রতিবাদ করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক হীনতা স্বীকার করিতে হয় কেননা কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ এবং দেবেন্দ্র বাবু একই বিষয় কয়েক জন বৈতনিক কর্ম্মচারী ভিন্ন তাহার পৃথক অস্তিত্ব সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না যদি কিছু থাকে তাহা কেবল নামমাত্র। সমাজের মতামত সম্বন্ধে কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাদের অর্থোপার্জ্জন ব্রাহ্ম হইবার লক্ষ্য ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি অবনতির সঙ্গে তাহাদের অতি অল্প সম্বন্ধ, সম্মিলন তাহাদের পক্ষে মহা অনিষ্ট কর॥ অতএব তাহাদের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য লইয়া আর কি সময় ব্যয় করিব॥ এই কয়েকটী কথা সাধারণ সমক্ষে উপহার দিতেছি, একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন সম্পাদক কত বড় একটী অহঙ্কার বৃক্ষ এই স্থানে রোপণ করিয়াছেন॥ আমি জানি না আদি ব্রাহ্ম সমাজ কেবল দেবেন্দ্র বাবুকে লইয়া কি না, তবে উন্নতি শীলা ব্রাহ্ম সমাজ কেবল কেশব বাবুকে লইয়া তাহা আমি বলিতে পারি, তাঁহাদের মধ্যে কয় জন ব্রাহ্মের স্বাধীন মত আছে, বিবেচনা করিয়া দেখুন যদি উন্নতি শীল ব্রাহ্ম গণের শীর্ষ দেশ ধরিয়া ঝাড়া যাইত তাহা হইলে দেখিতেন যদু নাথ চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি তুই এক জন ভিন্ন আর সকলে কেশব বাবুর সঙ্গে তাড়াইয়া যাইতেন॥ সুতরাং উন্নত দলে ও অধিকাংশ কেশব বাবুর ধামা ধরা তাহাদের ও আপনাদের সমাজ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আদি সমাজ অপেক্ষা অধিক নাই। তখন আর আদি ব্রাহ্ম সমাজকে উন্নত দলেরা স্বাধীনতা নাই বলিয়া তুচ্ছ করা নির্ব্বোধের কার্য্য ভিন্ন আর কি বলিব॥ "হিন্দু পৌত্তলিকতা পোষণকারী ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তীব্রশার দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড না করিয়া নিরস্ত হইতে পারি না"॥ যখন আদি ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু ধর্ম্মের অনেক পোষকতা করেন আর অপর দল অবতার সেবা করেন, তখন এ গৌর চন্দ্রিকা করিয়া গালি দিলে আর কি হইবে॥ তখন সাধারণ সমক্ষে উভয়েই সমান॥ যাহা হউক আমি এই রূপে যদি সমুদায় গুলি তুলিয়া প্রতিবাদ করিতে যাই, তবে আপনার কাগজে স্থান হইবে না এই জন্য আর সকল তুলিতে পারিলাম না, মধ্যে২ উক্ত সম্পাদক আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্য সকলকে তোষামোদকারী, অন্য স্থানে দেবেন্দ্র বাবুকে বৃদ্ধ বুদ্ধি নাই, তিনি কল মাত্র, তাঁহাকে যে প্রকারে ফেরান হইতেছে তিনি সেই রূপে ফিরিতেছেন, ইত্যাকার বিবিধ প্রকার মিষ্টালাপ করা হইয়াছে, পাঠক গণ একটু কষ্ট করিয়া ধর্ম্ম তত্ত্ব খানি একবার খুলিয়া পড়িলে বুঝিতে পারিবেন॥ উপসংহার কালে বক্তব্য যে ধর্ম্ম তত্ত্ব সম্পাদক যাহাতে ধর্ম্ম তত্ত্ব সম্পাদকের নাম রাখিতে পারেন তজ্জন্য একটু শান্ত মূর্ত্তি হউন। যখন তিনি দয়াময় পিতার চরণ সেবা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন তখন আবার কেন তিব্র অস্ত্র সামান্য কারণে বর্ষণ করেন দেবেন্দ্র বাবু কিছু মন্দ কর্ম্ম করেন নাই কেবল আপনাদের উপকার জন্য খৃষ্ট সেবা, অবতার সেবা ত্যাগ করিতে কহিয়াছেন, যেন ব্রাহ্ম ধর্ম্মে কোন অবতার না অড়ায় এই কথা বলিয়াছেন তজ্জন্য তাহার উপর রাগ করিয়া লোক সমীপে ধর্ম্ম তত্ত্ব পত্রিকা খানিকে অধর্ম্ম তত্ত্ব বলিয়া কেন পরিচয় প্রদান করিতে যাইতেছেন। একটু স্থির হউন, যথার্থ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভাব ধারণ করুণ, আর দয়াময় পিতার নিকট উদারতা ভিক্ষা করুণ॥

বশম্বদ শ্রীতারিণী চরণ রায়
জামালপুর অডট আফিস॥

বিজ্ঞাপন।

যশহর জিলার অন্তর্গত বেন্দা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মানিক চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের নিকেতন হইতে কটক দেশীয় চাপা সুন্দরী নামক একটী দাসী গত ২৪ পৌষ রাত্র প্রায় দুই প্রহরের সময় রূপার এক গাছ কঙ্কন ওজনে বারো ভরি এবং তৎসহ অন্যান্য জিনিষ লইয়া পলায়ন করিয়াছে যে সমস্ত জিনিস সাত নিয়াছে তাহার অনুমানিক মূল্য ৬০ । ৭০ টাকা হইবেক উক্ত দাসীর শারিরীক চিহ্ন শ্যাম বর্ণ সকল শরীরে এবং উভয় হস্তে উলকী আছে অর্থাৎ কটক দেশী চিহ্ন লম্বাকৃতি কথা দোভাষী। ইহাকে যে ব্যক্তি ধৃত করিয়া দিতে পারিবেন তাহাকে ৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবেক।

কলিকাতা অন্তর্গত কালিঘাট সভা পীর তলা শ্রীযুক্ত মানিক চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের বাসায়।

প্রেরক।

শ্রীশ্যামাচরণ দাস গুপ্ত নিকট পৌঁছে।

"ভারত বর্ষীয় সনাতন ধর্ম্ম রক্ষণী সভা,,

সাধারণ হিন্দু বর্গকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, হিন্দু জাতির এক পুরুষের বহু বিবাহ ও পোন লইয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রথা দ্বয় নিবারণ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্ম রক্ষণী সভায় তাহার বিশেষ সমালোচন হইতেছে। অবিলম্বে সকলের লিখিত অভিপ্রায় সভাধ্যক্ষগণ একান্ত প্রার্থনা করেন; ঔদাস্য পরিত্যাগ সকলে স্বীয় মত আমার নিকট লিখি পাঠালে স[ ]া বাধিত হইবেন, ইতি

পাতরিয়া ঘাটা ধর্ম্মরক্ষণীসভার কার্য্যালয় তাং ২১ এ মাঘ। ১৯ ১৭	শ্রীচন্দ্র শিখর মুখোমুখোপাধ্যা অবৈতনিক সম্পা

THE AMENDED CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
BEING ACT XXV OF 1861
AS MODIFIED BY ACT VIII OF 1869.

with upwards of 350, Rulings and Circular of the High Court, Government Orders, exp natary notes andreferences &c.

PRICE Rs. 6 SIX. CASH. (*Postage free*)

May be had on application accompanied by a remittance to Babu Peary Churn Sircar.
No. 77, Mooktaram Babu's Street.
Bunko Bihari Mitra,
No. 82, Sitaram Ghose's Street.
Manager Sanscrit Press Depositary
No. 24 Sukea's Street.
CALCUTTA.

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন যে রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথব নানা বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও কয়েক রকম গহনা আমি উক্ত রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পুরের বাসায় নকট আমার দোকানে আডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব॥

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর
সামারক কালি

ভুগোল বিদ্যাসার।

মৎ প্রণীত "ভুগোল বিদ্যাসার" নামক ভূগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবির স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ ও এবং পুরাতন পৃথিবি বঙ্গ তাবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে, ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের মত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শ্ব মুদ্রিত হইয়াছে) দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে॥

মূল্য ৸৵ আনা মাত্র॥

ভবানীপুর অঙ্গ বাবুর বাজার রূপরাম মিস্ত্রীর বাটির ১৭ ই জানুয়ারি ১৮৭০॥	শ্রীরমণী কান্ত ঘোষ

ঔষধ

আমার নিকট অব্যর্থ ঔষধিক কএক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনি নীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মূল্য ও ডাক মাশুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ঔষধ কএকটী আমার পরীক্ষিত, রোগ না আরোগ্য হইলে মূল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড়া হইতে পুরাতন প্লীহা রোগের ঔষধ ১ কাইল	৪ টাকা
বাত রোগের তৈল ১ বোতল	৩ টাকা
অর্শের পীড়ার ঔষধ ১ ছোট শিশি	২ টাকা
সর্প দংশনের ঔষধ এক শিশি	১ টাকা
প্রমেহের পীড়ার তৈল ১ বোতল	৩ টাকা

শ্রীচণ্ডিচরণ গুপ্ত কবিরাজ
শান্তিপুর।

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় অলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি সুরীদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।৷০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ ২৫ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ক্ষতি নিবারণের সম্ভবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইতেছে। ইহাতে রেজেষ্টরি বকীলের তালিকা এবং ১৮৬৯ সালের সাধারণ ষ্ট্যাম্প বিধির তকশীল ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা মাত্র। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

সালবৈদ্যদিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা। উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ এখানে আছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা। ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার।

এই পত্রিকার মূল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্তকুমার ঘোষের নিকট পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর
বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ. বি, এল
কৃষ্ণ নগর
বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা
বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর
বাবু দিন নাথ সেন, গোহাটী
বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিবনা।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৩	১॥০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।৷০	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৪৸০	১৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৴
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত।